বস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—*শিবদুর্গা বস্ত্রালয়*

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 14th Mar. 1962 | ৪২শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে কুলও জ্বলবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধূলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশুদ্ধতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

স্বভাব ও শ্বভাব

—•—

স্বভাব মানে প্রকৃতি। শ্বভাব মানে কুকুরের ভাব।

আমরা আজ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট একটি অতি প্রাচীন গল্প লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। শ্রবণ করুন—

এক মুনির তপোবনে একটি কুক্কুরী থাকিত। মুনির প্রদত্ত অন্ন-মুষ্টিতে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। সময়ে সময়ে এই অস্পৃশ্যা কুক্কুরী মুনির পূজার্চ্চনার সময় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার পূজনাদি কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিত।

একদিন মুনিবর কুক্কুরীর অস্পৃশ্যতা দূর করিবার মানসে যজ্ঞান্তে তাহার দেহে যজ্ঞ-বারি সিঞ্চন করিয়া বলিলেন "মর্কটী ভব" অর্থাৎ বানরী হও। সে তৎক্ষণাৎ বানরী দেহ প্রাপ্ত হইল।

কিছুদিন পর মুনি মনে করিলেন—ইহাকে আর একটি বৃহদাকার প্রাণীতে পরিণত করা যাক। তিনি তাহার দেহে যজ্ঞ-বারি ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন—বরাহী অর্থাৎ শূকরী হও। তৎক্ষণাৎ সে শূকরী হইয়া আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল। বিষ্ঠার মত ঘৃণ্য বস্তুও তাহার ভক্ষ্য হইল।

মুনিবর তখন তাহাকে আরও উন্নত প্রাণী করিবার জন্য হস্তিনীতে পরিণত করিলেন। মুনির অবসর সময়ে সে তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া সমস্ত তপোবন পরিভ্রমণ করিয়া আবার আশ্রমে লইয়া আসিতে লাগিল।

মুনি কুঞ্জরীর সহিত কথাবার্ত্তা বলা হয় না বলিয়া একদিন তাহাকে যজ্ঞান্তে যজ্ঞ-বারির সাহায্যে মানবীতে উন্নত করিলেন।

মুনির যজ্ঞ-প্রসূতা কামিনী অতি রূপবতী হইল। তখন মুনিবর খুব চিন্তান্বিত হইলেন। এই রূপযৌবন-সম্পন্না কামিনী তাঁহাকে কন্যাদায়গ্রস্ত করিয়া ফেলিল। তখন মুনি তাহাকে কোনও সুপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন এক রাজপুত্র মৃগয়ার্থে মুনির তপোবনে উপস্থিত হইলেন। মুনির এই যজ্ঞ-প্রসূতা আশ্রম-বালিকাটি বারিপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে লইয়া আশ্রমের দিকে আসিতেছিলেন। মৃগশিকারে আসিয়া রাজকুমার এই মৃগনয়নী সুন্দরীকে দেখিয়া নিজেই পঞ্চশর-বিদ্ধ হইয়া মুনির আশ্রমে গিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা এই কন্যাটি কার? মুনি বলিলেন আমার, তুমি একে গ্রহণ করবে? রাজকুমার সম্মত হইয়াই ছিলেন। মুনিবর গান্ধর্ব্বরীতি অনুসারে উভয়ের শুভ মিলন ঘটাইয়া দিলেন। রাজকুমার নবপরিণীতা বধূ লইয়া সানন্দে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। উৎসবে সমস্ত রাজ্য অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। আজ বল্কল-পরিহিতা অজিন-শায়িনী আশ্রম-বালিকা রাজ-প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করে সুখের সীমা নাই।

একদিন মধ্যরাত্রে রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিলেন শয্যায় রাজবধূ নাই। কুমার অনুমান করিলেন বোধ হয় শৌচাগারে গিয়াছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি শেষ হয় এমন সময় রাজবধূ সুগন্ধি অনুলিপ্তা হইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কুমার বধূকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি কয়েক-দিন যাবৎ আমাতিসার রোগে কষ্ট পাইতেছেন। শৌচাগারে বহুক্ষণ কাটাইতে হয়। রাজকুমার পরদিন রাজবৈদ্যকে ডাকাইয়া চিকিৎসারম্ভ করিলেন। রাজকুমার যেদিন অর্দ্ধরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া উঠেন, সেই দিনই রাজবধূকে অনুপস্থিতা দেখেন।

একদিন রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কপট নিদ্রার ভান করিয়া জাগ্রত অবস্থায় রহিলেন। রাজবধূ কক্ষ ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর পশ্চাৎ দিকের দ্বার খুলিয়া চলিতে লাগিলেন, কুমার তাহার অলক্ষ্যে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তম ভার্য্যা গোরস্থানে গিয়া সমাধি হইতে একটি শবদেহ উত্তোলন করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে রাজকুমারের বক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ত্রস্তপদে রাজভবনে শয়নাগারে ফিরিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—একি সুরূপা রাক্ষসী! মুনি আমাকে কেন এই রাক্ষসী দান করিলেন। নানা চিন্তা করিতে করিতে বধূ পূর্ব্ববৎ সুগন্ধি অনুলিপ্তা হইয়া শয়ন করিতেই কুমার বলিলেন—তোমার অতিসার এখনও সারিল না। চল কাল প্রত্যূষে তপোবনে তোমার পিতৃ-সন্নিধানে গিয়া সব নিবেদন করিয়া কোন দৈব ঔষধ পাইলে তাহাই লইয়া আসিব। রাজবধূ তপোবনে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন। কুমার ও বধূ উভয়ে রথারোহণে তপোবনে আসিয়া মুনি-চরণে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর কুমার তাঁহাকে এক গোপন স্থানে ডাকিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। মুনিবর একটু হাসিয়া কন্যাকে ডাকিলেন, সে আসিবামাত্র কুমারকে বলিলেন ইহার উপযুক্ত দণ্ড স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর। তিনি একটি শ্লোক বলিলেন—

শুনি-মর্কটি বরাহি
মাতঙ্গী বরবর্ণিনী
পঞ্চ দেহান্ পরিগৃহ্য
প্রকৃতিনৈব মুঞ্চতি।

এ ছিল কুক্কুরী, তারপর হয় বানরী, তারপর শূকরী, তার পর হয় মাতঙ্গী (হস্তিনী), তার পর কামিনী এই পাঁচ দেহ পরিগ্রহ ক'রেও কুক্কুরীর মড়া খাওয়া ঘুচলো না।" এই বলে হাতে জল নিয়ে রাজবধূর অঙ্গে নিক্ষেপ ক'রে বল্লেন—পুনঃ কুক্কুরী ভব।

আমাদের রাজবাড়ীতে যে দুর্নীতি, শুভ জন্ম-দিনের অছিলায় টাকা চুরি, "সত্যমেব জয়তের" ঘরে মিথ্যার ভেল্কী বাজী! এমন কেউ কি নাই যে চোরের চুরিকে চূণকাম না ক'রে "পুনঃ কুক্কুরো ভব" বলে দুর্বৃত্তদের দূরীভূত করেন!

নির্ব্বাচনের পর

আমাদের দেশে যে স্বাধীনতা এসেছে, সেই স্বাধীন রাজ্য যাঁহারা পরিচালনা করছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মাসিক বেতন লইয়া স্ব স্ব স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছেন।

টীকা বসন্তরোগের একমাত্র প্রতিবিধান

বসন্তরোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় টীকা গ্রহণ। একবার টীকা নিলে বেশ কয়েক বছর এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই রোগটিকে গরম দেশের রোগ বলা হলেও, গত শতাব্দীতে য়ুরোপে এই বসন্ত রোগের কবলে পড়ে শত শত লোক প্রাণ হারিয়েছে। শুনা যায় চীন দেশে নাকি টীকার জন্ম। ১৭৯৬ সালে য়ুরোপে টীকার প্রচলন করেন একজন ইংরাজ চিকিৎসক। গরুর বসন্তের গুটির রস থেকে সেদিন তিনি যে ভাবে টীকা দিতেন, আজও তার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। ১৮৭৩ সালে ১৩০০০ লোক জার্মানীতে বসন্ত রোগে মারা যায়। ফলে ১৮৭৪ সালে জার্মান পার্লামেন্ট থেকে আইন পাশ হয় যে সকলকে একবার ২ বছর বয়সে এবং একবার ১২ বছর বয়সে টীকা নিতেই হবে। এই ভাবে মধ্য য়ুরোপ থেকে বসন্ত একরকম নিশ্চিহ্ন হয়। সম্প্রতি লণ্ডনে এই রোগ দেখা দেয়। পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরেও বসন্ত রোগ প্রকাশ পায়। একজন জার্মান ইঞ্জিনীয়ার আফ্রিকা থেকে এই রোগ আমদানি করে। তাঁর স্ত্রী ও ছেলের বসন্ত হয়। সংগে সংগে সমস্ত সন্দেহজনক লোককে আলাদা জায়গায় আটকে রাখা হয় ও শহরের সমস্ত অধিবাসীকে টীকা দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের পর টীকা নেওয়া সম্বন্ধে লোকে খুব সাবধান হয়ে উঠেছে। অবশ্য টীকা নিলেই রোগ বন্ধ হবে তা নয়, তবে রোগ প্রবল আকার ধারণ করতে পারে না।

উপর্য্যুপরি তিনদিন চুরি

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দফরপুর গ্রামে গত ৩রা মার্চ্চ রাত্রিতে ক্ষেপী দাসীর বাড়ীতে চুরি হইয়াছে।

৪ঠা মার্চ্চ রাত্রে উক্ত গ্রামের শ্রীহীরেন্দ্রকুমার রায়ের এক জোড়া চাষের ভাল মহিষ চুরি গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন তল্লাস পাওয়া যায় নাই।

৫ই মার্চ্চ রাত্রে উক্ত গ্রামের শ্রীগোপালরাম ভকতের বাস গৃহের দুই স্থানে সিঁদ কাটিয়া চুরি করিয়াছে।

উপমন্ত্রী পদ লাভ

জঙ্গিপুর কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য জঙ্গিপুর বারের অন্যতম উকিল শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নবগঠিত মন্ত্রী সভায় শিক্ষা বিভাগে উপমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী এবং অন্যান্য নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। জঙ্গিপুর মহকুমা হইতে তিনিই প্রথম উপমন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মহকুমার নানা বিষয়ে উন্নতি হইবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছেন।

বে-আইনী গাঁজা ধৃত

আনুমানিক মূল্য আটাশ হাজার টাকা

গত ৯ই মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে উমরপুর গ্রামের সন্নিকটে জাতীয় মহাসড়কের উপর জঙ্গিপুরের একসাইজ কনষ্টেবল শ্রীধনঞ্জয় দাস ও শ্রীনবকুমার ঘোষ একখানি গোগাড়ীতে ভুষিবহা দড়ির জালে নাড়াখড় ঢাকা দেওয়া রবার ক্লথে উত্তমরূপে প্যাক করা ৫ প্যাকেট নেপালী গাঁজা ধরিয়াছেন। গাড়োয়ান সুতী থানার ডিহিগ্রাম নিবাসী সামসুদ্দিন ওরফে তামসু সেখ ধরা পড়িয়াছে, অন্যান্য আসামী পলায়ন করিয়াছে। গাড়োয়ান, বলদ ও গাড়ীসহ ধৃত গাঁজার ফটো লওয়া হইয়াছে। গাঁজা দেখিবার জন্য আবগারী অফিসের সম্মুখে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ধৃত গাঁজার পরিমাণ দুই মণ একত্রিশ সের বলিয়া প্রকাশ। এখানে কর্ম্মরত কনষ্টেবল দুইজন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া সৎসাহস ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

গত বারেও এখানে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা ধরা পড়িয়াছিল কিন্তু আসামীদের নামমাত্র সাজা হইয়াছিল। এতদঞ্চলে পাচারকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে একজন সুদক্ষ, কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা বিশেষ আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে সুযোগ্য জেলা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হাম ও বসন্ত

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে হাম ও বসন্ত ব্যাধি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রত্যেকের সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই এপ্রিল ১৯৬২

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯২ থাং ডিঃ সেবাইত প্রবোধকুমার নাথ দেং অজিতকুমার সিংহ রায় দিং দাবি ১৬৫ টাকা ৮৩ নঃ পং থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর ২-৬৬ শতকের কাত ২০॥৶০ আঃ ৮০০৲ খং ১৬৮

৯৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৩ টাকা ৭৮ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৭০ শতকের কাত ২।/৭ আঃ ২২৫৲ খং ১৬৯ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪৪ শতকের কাত ২৶৮ আঃ ১২৫৲ খং ১৭৭

৯৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৬৭ টাকা ৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৮৪ শতকের কাত ২॥৯ আঃ ২৫০৲ খং ১৭৮ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৮৮ শতকের কাত ৩॥৶০ আঃ ২৫০৲ খং ১৮৩

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই এপ্রিল ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

২৭ মনি ডিঃ মণিবালা দেবী দেং প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় দাবি ৪০৬ টাকা ৪০ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে নপাড়া ৯৬ শতকের কাত ৫৸৶০ মধ্যে ৩২ শতকের হারাহারি জমা ১৸৶৬ আঃ ১০০৲ খং ৩৮০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত ৩৶০ আঃ ১০০৲ খং ৩৮১ আদালত মূল্য ১নং লাট ২০০৲ ২নং লাট ৩৫০৲

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়
আর্ট ইউনিয়ন
সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ
সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আর পি. ওয়াচ কোং
জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।
ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত
বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।